জনাব আব্দুল মান্নান ভূইয়াঃ

আজকের অনুষ্ঠানের সম্মানিত সভাপতি, উপস্থিত আমন্ত্রিত অতিথিবৃন্দ, উপস্থিত সুধী মন্ডলী ও উপস্থিত ভাই বোনেরা - আস সালামু আলাইকুম ।

আমি প্রথমেই নাগরিক ফোরামের কর্মকর্তাদের ধন্যবাদ জানাচ্ছি তাঁরা কষ্ট করে সারা বাংলাদেশের প্রতিটি বৃহৎ জেলায় সভা করেছেন, মতামত নিয়েছেন, সেই জন্য এবং আজকে আমাকে এখানে আমন্ত্রণ জানানোর জন্য । আমি যে টুকু বক্তব্য দেখলাম, ক্যানভাসটা অত্যন্ত ওয়াইড, এবং বেশ interesting, আমার অনেক ব্যাপারেই comment করার ইচ্ছা ছিলো কিন্তু আমার সময় অত্যন্ত কম । সুতরাং সংক্ষেপে আমি দু'চারটা কথা বলবো ।

প্রথমত বাংলাদেশের সমস্যাগুলি চিহ্নিত হয়েছে এখানে কিন্তু সমাধানগুলি আসে নাই । এ সমাধানগুলি আমাদের খুঁজে বের করতে হবে । আমার যেটা মনে হয় বাংলাদেশের প্রধান সমস্যা হলো ব্যক্তি নয়, প্রধান সমস্যা institutional development. Institution যদি গড়ে তুলতে না পারি, ব্যক্তির উপর নির্ভর করে কোন সংস্কার কিংবা কোন কার্যক্রম গ্রহণ করে সফলতা লাভ করা যাবে না । প্রতিষ্ঠানগুলি কি? যেমন ধরেন আমাদের পাবলিক সার্ভিস কমিশন । পাবলিক সার্ভিস কমিশনকে যদি আমি সক্রিয় করতে পারি, শক্তিশালী করতে পারি, তা'হলে আমাদের দেশের গরীব মেধাবী ছাত্ররা এর মাধ্যমে চাকরী পেতে পারে । আর যদি আমরা পাবলিক সার্ভিস কমিশনকে শক্তিশালী করতে না পারি, নিরপেক্ষ করতে না পারি, তাহলে কিন্তু আমাদের ভবিষ্যৎ Generation এবং ভালো মেধাবী ছেলেরা চাকুরীতে আসতে পারবে না । আমাদের corruption একটা বিরাট ব্যাধি, এই corruption নিয়ে আমাদের fight করতে হবে । corruption এর বিরুদ্ধে সামাজিক আন্দোলন গড়ে তোলার সাথে সাথে আমাদের স্বাধীন দুর্নীতি দমন কমিশন যেটা আছে সেটাকেও শক্তিশালী করতে হবে । এই কমিশন যদি কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারে তা'হলে corruption fight করা যাবে; otherwise corruption fight করা যাবে না ।

নির্বাচন কমিশন নিয়ে আমাদের অনেক আন্দোলন হচ্ছে । নির্বাচন কমিশন নিয়ে অনেক বক্তব্য আসছে কিন্তু বক্তব্যগুলি সব ব্যক্তিকেন্দ্রিক । কিন্তু কমিশনের নিয়ম কানুন, পদ্ধতি, কাঠামো যদি

এমন করতে পারতাম যে, যেকোন লোক গেলেই এটা automatic চলবে তাহলে কিন্তু এই সমস্যাগুলি আসতো না। কারণ এখন যে নির্বাচন কমিশনাররা নিয়োগ পাচ্ছে তারা সাংবিধানিক ভাবেই নিয়োগ পাচ্ছে। এখানে বরং আমাদের দেখতে হবে কোন পরিবর্তন করা যায় কিনা, যাতে সকলের মতামতের ভিত্তিতে একটা ভালো লোক, গ্রহণযোগ্য লোক আসতে পারে। যদি আমি এই প্রতিষ্ঠানকে শক্তিশালী না করি তাহলে আমাকে প্রতি বছর ব্যক্তি খুঁজতে হবে এবং ব্যক্তির বিরুদ্ধে আন্দোলন হবে। অতএব প্রতিষ্ঠানটিকেও আমাদের শক্তিশালী করতে হবে।

আমাদে একটা Audit Department আছে। আমরা Parliament-এ দেখি, এই বছর যে Audit হচ্ছে সেটা পাঁচ বছর আগের, সাত বছর আগের; এর মধ্যে যারা অন্যায় করেছেন তারা মৃত্যুবরণ করেছেন কিংবা চাকুরী ছেড়ে দিয়ে চলে গেছেন। ফলে তাদের বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করা যাচ্ছে না। এটাকেও যদি শক্তিশালী করতে পারি তাহলে দুর্নীতিকে fight করা সম্ভব হবে।

নির্বাচনের বিভিন্ন ইস্যু নিয়ে আমাদের রাজনৈতিক নেতাদের অনেকেই দোষারোপ করেছেন। রাজনীতি হলো highest form of social work। যারা social work করতে চায় তাদেরই রাজনীতিতে আসা উচিত। কিন্তু এখন দেখা যাচ্ছে একটু টাকা পয়সা হলেই তাকে রাজনীতি করতে হবে, তাকে নির্বাচনে দাঁড়াতে হবে, তার নির্বাচনে nomination লাগবে। এই tendency যেটা develop করছে সেটা কোথা থেকে আসছে। এই tendency-র বিরুদ্ধে আমাদের fight করতে হবে। নির্বাচনী ব্যয় যদি কমানো না যায়, নির্বচনকে যদি সন্ত্রাসমুক্ত না করা যায় তাহলে ভবিষ্যতে কোন ভদ্রলোক নির্বাচনে আসবে না। যে কোন রাজনৈতিক দলকে তারা কিনে ফেলবে এবং রাজনৈতিক দলগুলোকে তারা গ্রাস করবে। কাজেই খুঁজে বের করতে হবে কিভাবে এই নির্বাচনী ব্যয় কমানো যায়, কিভাবে নির্বাচনকে সন্ত্রাসমুক্ত করা যায়। আমি দেখলাম সে ব্যাপারে কিছু suggestion আপনারা দিয়েছেন কিন্তু suggestion-গুলি পরিপূর্ণ না। নির্বাচনী ব্যয় আরো কিভাবে কমানো যায় সে ব্যাপারে আপনারা আলোচনা করবেন। আলোচনা করে যদি suggestion দেন আমরা রাজনৈতিক দলগুলি সেগুলি গ্রহণ করার চেষ্টা করবো।

রাজনৈতিক দলের নেতৃবৃন্দদের খুব ধোলাই করেছেন আপনারা। আমরা তো ধোলাই খাওয়ার জন্যই আছি। কারণ আমাদেরকে যখন ভোট দেয় তখন আমাদের বাপ-দাদা চৌদ্দগুষ্টির বদনাম করে তাদের গালি গালাজ করে একেবারে ধুয়ে মুছে তারা আমাদের ভোটটা দেয়। আমাদের দায়বদ্ধতা

অনেক বেশি। প্রথম দায়বদ্ধতা হলো আমাদের দলের নেতাদের কাছে। অমুকে এই করছেন, অমুকে এই করছেন। পরবর্তীকালে মাহফুজ সাহেব, মতিউর রহমান সাহেব আছেন ওনাদের পত্রিকা আমাদের ধোলাই করে। তারপর বিভিন্ন সুশীল সমাজ আমাদের ধোলাই করে। সর্বশেষ যখন নির্বাচনে দাঁড়াই তখন গত পাঁচ বছর কি করেছেন এ ধোলাইও আমাদের সহ্য করতে হয়। তারপর লোকে আমাদের ভোট দেয়। আর আপনারা যারা আছেন, যারা শিক্ষকতা করেন, ছাত্ররা ফেল করলে আপনাদের কোন দায়বদ্ধতা নেই, যারা ইঞ্জিনিয়ার আছেন ব্রীজ ভেঙ্গে পড়ে গেলে আপনাদের কোন দায়বদ্ধতা নাই। ব্যবসায়ীরা আপনারা সহজ উপায়ে টাকা কামাই করার চেষ্টা করবেন আর রাজনীতিবিদদের দুর্নীতিগ্রস্ত করার চেষ্টা করবেন- আর রাজনীতিবিদদের দোষ দেবেন এটা কিন্তু চলবে না। কাজেই যার যার দায়িত্বে যে যেখানে আছি সেখানে যদি সফল ভাবে, সততার সাথে, নিষ্ঠার সাথে কাজ করি তাহলেই এ সমাজের উন্নয়ন হবে।

আমি আর একটা কথা বলেই আমি আমার বক্তব্য শেষ করবো। বল্‌ছেন যে সময় শেষ হয়ে গেছে, আমি মনে করি সময় এখনও আছে। আমি এ নির্বাচন নিয়ে কোন কথা বলছি না কারণ এই নির্বাচনের আর কয়দিন মাত্র বাকী আছে। আগামী ২০/২১ তারিখের মধ্যে form fill up হবে, form fill up এর পর সমস্ত লোক ব্যস্ত হয়ে যাবে নির্বাচনে campaign করার জন্য। বরং এই নির্বাচনের আগে আমরা কয়েকটা ওয়াদা করতে পারি কিনা তার জন্য আপনারা pressure create করেন। আগামী নির্বাচনে যেই জয়লাভ করুক parliament আমরা বয়কট করবো না। আগামী নির্বাচনে যেই জয়লাভ করি এক মাসের মধ্যে আমরা parliamentary committee গুলি গঠন করে ফেলবো। আগামী নির্বাচনে যেই জয়লাভ করি না কেনো অবরোধ, হরতাল দেবো না। আগামী নির্বাচনে যেই জয়লাভ করি না কেনো আমরা প্রশাসন দলীয়করণ করার চেষ্টা করবো না। আগামী নির্বাচনে যেই জয়লাভ করি না কেনো, আমরা transparent way-তে টেন্ডার প্রক্রিয়া গুলো করবো। অন্তত এ ওয়াদাগুলি যদি করিয়ে দিতে পারেন নির্বাচনের আগে, তাহলে আগামী নির্বাচনে যেই জয়লাভ করুক না কেনো আমরা কিছু সুফল পেতে পারব। আমার অনুরোধ যে রাজনৈতিক দলগুলোর সাথে আলাপ করেন এবং রাজনৈতিক দলগুলিকে বলেন যে অন্তত এসব বিষয়ে ঐকমত্য হওয়া যায় কিনা। আমি আর একটা বক্তব্য বলে শেষ করবো।

আপনাদের সুশীল সমাজ নিয়েও কিন্তু আমার বক্তব্য আছে, আমি সব বক্তব্য বলতে চাই না এখানে। আপনাদের অনেকের লেখা, নাম দেখলেই বুঝতে পারি কি লেখা আছে এখানে। কিছু লোক আছেন

খারাপ করলেও আওয়ামী লীগকে support করতে হবে; কিছু লোক আছেন খারাপ করলেও বিএনপিকে support করতে হবে। আপনাদেরকেও নিরপেক্ষ ভাবে লিখতে হবে। আপনাদেরকেও কোন দল খারাপ কাজ করলে তার বিরুদ্ধেও লিখতে হবে। কোন দলের দালালী করার জন্য এ দেশে সুশীল সমাজ থাকবে, কোন দলের দালালী করার জন্য আমাদের বুদ্ধিজীবীরা থাকবে এটা আমরা আশা করি না। খারাপ বা ভুল কাজ করলে নিরপেক্ষভাবে সকলের বিরুদ্ধে কথা বললে একটা opinion build up হবে।

আমি আমার বক্তব্য আর দীর্ঘায়িত করব না। আপনারা এখানে যে বক্তব্য দিবেন- আমরা আমাদের party-তে সেগুলি place করবো এবং যে বক্তব্যগুলি গ্রহণযোগ্য সেগুলি গ্রহণ করার চেষ্টা করবো।

আপনাদের সকলকে ধন্যবাদ। আসসালামু আলাইকুম।